দৈনিক ইত্তেফাক

DEC 21 2001

তারিখ ...
পৃঃ ৩ কলাম ৬

রূপগঞ্জের ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নানা সমস্যা ॥ শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ব্যাহত

রূপগঞ্জ থেকে সংবাদদাতা ॥ উপজেলার পিতলগঞ্জ, গুতিয়াবো, আগারপাড়া ও কাঞ্চন চৌধুরীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। বিদ্যালয় তিনটিতে শ্রেণী কক্ষে স্থান সংকুলান সমস্যা বর্তমানে প্রকট। চৌধুরীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান, ১৯৬৯ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বিদ্যালয়টি আজও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়নি। বিদ্যালয়ে চেয়ার-টেবিল ও আসবাবপত্রের সমস্যা লেগেই থাকে। গত দুই বছর ধরে বিদ্যালয় ভবনের দেওয়াল ফেঁটে রয়েছে।

পিতলগঞ্জ রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমানউল্লাহ্ মোল্লা জানান, বিদ্যালয়ের ৪৫৯ জন ছাত্র-ছাত্রীকে মাত্র ৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা দিয়ে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা যাচ্ছে না। শ্রেণী কক্ষের সমস্যা প্রকট। বিদ্যালয়ের পুরনো ভবন দুইটি অকেজো। বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল না থাকায় অধিকাংশ সময়ই গরু-ছাগল বিদ্যালয়ের ক্লাস রুমে বেধে রাখা হয়। বেঞ্চের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা ফ্লোরে বসে লেখা-পড়া করতে বাধ্য হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীদের লেখা-পড়া বিঘ্নিত হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের জমি বেদখল হওয়ায় মাঠটি দিন দিন ছোট হয়ে আসছে। দরজা, জানালা, আলমারী, (১৪শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

রূপগঞ্জের ৩টি প্রাথমিক

(৩য় পৃঃ পর)

আসবাবপত্র ও টুল, চেয়ার-টেবিলের সমস্যা সমাধান করতে হবে। গুতিয়াবো, আগারপাড়া রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান, স্থান সংকুলান, চেয়ার, টেবিল, শ্রেণী কক্ষ, ব্ল্যাকবোর্ড ও অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদানে সমস্যা হচ্ছে। বিদ্যালয়ের নূতন ভবন নির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাটসহ টয়লেট সংস্কার করতে হবে। ৪৬৪ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য মাত্র ৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে। বিদ্যালয়ের ছাদ দিয়ে সামান্য বৃষ্টিতেই পানি পড়ে। গত পাঁচ বছরে বিদ্যালয়ে সরকারী কোন বরাদ্ধ দেওয়া হয়নি।